গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মার্চ/২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৯-০৩-২০২৩
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে মার্চ/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা শুরু করেন। সভায় পেট্রোবাংলার আওতাধীন জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেডে নবযোগদানকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকৌ. মনজুর আহমদ চৌধুরী-কে স্বাগত জানানো হয়। অতঃপর, সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিতে গত ২৮-০২-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৮-০২-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অডিট ও মামলা সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। অন্যান্য দপ্তর ও কোম্পানীসমূহের কোন বিষয় এ বিভাগে অনিষ্পন্ন নেই মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, নির্ধারিত রেটে গ্যাসের মূল্য পরিশোধের বিষয়ে বিসিআইসি'র সাথে এবং পিডিবি'র নিকট বকেয়া আদায়ের বিষয়ে ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বেশকিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সভার অগ্রগতি সন্তোষজনক। সভাপতি আগামী সমন্বয় সভায় উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন কার্যক্রমের তথ্য (কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) নির্ধারিত রেটে গ্যাসের মূল্য পরিশোধের বিষয়ে বিসিআইসি'র সাথে এবং পিডিবি'র নিকট বকেয়া আদায়ের বিষয়ে গত ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) তদারকি করবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা/ যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.২	(ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গেছে। এলএনজি ভর্তুকি নীতিমালা আপাততঃ প্রণয়নের প্রয়োজন নেই মর্মে অর্থ বিভাগ হতে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে উন্নয়ন-২ শাখা হতে পত্র জারি করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অর্থ বিভাগের মতামতের ফলে এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতমালা প্রণয়ন/নিষ্পত্তিকরণ সূচকের বিপরীতে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে। সভাপতি এলএনজি ভর্তুকি নীতিমালা প্রণয়নে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন নেই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এই সূচক সংক্রান্ত যথাযথ প্রমাণক দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের মধ্যে কিছু কিছু কোম্পানী ইতোমধ্যে Asset re-valuation কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এ কার্যক্রমে অবশিষ্ট কোম্পানীসমূহেরও অগ্রগতি সন্তোষজনক। বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় আগামী সভায় সুনির্দিষ্টভাবে অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) জিটিসিএল ও বিজিডিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সংক্ষিপ্ত আকারে (সর্বোচ্চ ৩টি স্লাইডে) আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতমালা প্রণয়ন/নিষ্পত্তিকরণ সূচকের বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাযথ প্রমাণক দাখিল করতে হবে। পরবর্তী কার্যক্রম না থাকায় এজেন্ডাটি বাদ দিতে হবে। (খ) সকল কোম্পানীর Asset re-valuation কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন কারতে হবে এবং অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) জিটিসিএল ও বিজিডিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সংক্ষিপ্ত আকারে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-২/ প্রশাসন-২/ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির ২য় সভা কমিটির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২-০৫-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত query'র জবাব পর্যালোচনার জন্য তৎকালীন সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৯-০৯-২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের পরিধি অনুযায়ী জোনভিত্তিক অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে জোনভিত্তিক ১৫৯ জনবল বিশিষ্ট একটি অর্গানোগ্রামের খসড়া প্রস্তাব ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত জনবল সৃজন তথা সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গত ০৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত জনবল সৃজন তথা সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সভাপতি প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২২-০৫-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের query'র জবাব পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৩.৪	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জানান যে, ড্যাশবোর্ডসহ এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীর চলমান অটোমেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের বিষয়ে গত ০৭-০২-২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে একটি প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রেজেন্টেশন পরবর্তী পর্যবেক্ষণের আলোকে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Energy Sector Smart Master Plan প্রণয়নের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) উল্লেখ করেন যে, সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত ছিলো ড্যাশবোর্ডসহ এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীর চলমান অটোমেশন কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত। কিন্তু Energy Sector Smart Master Plan প্রণয়নের বিষয়টি ভিন্ন একটি সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। এ প্রসঙ্গে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের উপপরিচালক জানান যে, ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের বিষয়ে কার্যাদেশ ইস্যু এবং আগামী সমন্বয় সভায় Energy Sector Smart Master Plan এর বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) হাইড্রোকার্বন ইউনিটের ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের বিষয়ে আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কার্যাদেশ ইস্যু করতে হবে। (খ) আগামী সমন্বয় সভায় Energy Sector Smart Master Plan এর কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৩.৫	যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রেজেন্টেশন চূড়ান্তপূর্বক মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে গত ১৬-০৩-২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, সারসংক্ষেপটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইতোমধ্যে ফেরত এসেছে। যেহেতু এ কার্যক্রমটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।	বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রেজেন্টেশন সংক্রান্ত বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বিষয়টি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-২
৩.৬	সভায় জানানো হয় যে, এ বিভাগের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন প্রকল্পসহ গ্যাস কূপ খনন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের তালিকা পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে দ্রুত সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য গত সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তালিকা প্রেরণের জন্য প্রশাসন-১ অধিশাখা হতে গত ২২-২-২৩ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বিপিসি হতে ১টি ও পেট্রোবাংলা হতে ১৪টি কার্যক্রম/প্রকল্পের তালিকা পাওয়া গেছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইআরএল জানান যে, এসপিএম উইথ ডবল পাইপলাইন প্রকল্পটি আগামী জুন/২৩ নাগাদ সম্পন্ন হবে। সভাপতি প্রকল্পটি আগামী জুন/২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা হতে যে তালিকাটি প্রেরণ করা হয়েছে তা আরো যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সভাপতি আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে পেট্রোবাংলা হতে সংশোধিত তালিকা সংগ্রহ করে উইং প্রধানগণ কর্তৃক আলোচনা করে নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এসপিএম উইথ ডবল পাইপলাইন প্রকল্পটি আগামী জুন/২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) পেট্রোবাংলার সম্পাদিত উদ্বোধনযোগ্য কার্য ক্রমসমূহের তালিকা যাচাই বাছাই পূর্বক পুনরায় প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা/প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/ পেট্রোবাংলা/ বিপিসি/ইআরএল

৩.৭	(ক) উপসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া, বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে ২১/০৩/২০২৩ তারিখে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড হতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বকেয়া আদায়ে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আগামী ০৪-০৪-২০২৩ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সময় নির্ধারিত হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি সভাটি স্বশরীরে আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বিদ্যমান লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য হতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনপূর্বক কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture এর মাধ্যমে বর্ণিত প্রকল্প গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০১-০২-২০২৩ তারিখে এলপি গ্যাস লিমিটেড-কে অনুরোধ করা হয়। এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture এর মাধ্যমে আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নীতিগত অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত এলপিজিএল গত ২৮-০২-২০২৩ তারিখে বিপিসি'তে পত্র প্রেরণ করেছে। বর্ণিত বিষয়ে বিপিসি'তে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এলপিজিএল-কে এ কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভাপতি এ কার্যক্রমটি দ্রুত ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপিজিএল-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সভাটি স্বশরীরে আয়োজন করতে হবে এবং উক্ত সভার অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বিডিং প্রক্রিয়ায় Joint Venture এর মাধ্যমে আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.৮	সভায় ফেব্রুয়ারি/২৩ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্যাদি এবং ফেব্রুয়ারি/২৩ মাসের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ৪১টি এবং উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা ৬টি। উপসচিব (বাজেট) বলেন যে, আলোচ্য মাসে কোন দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কম হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, সিএন্ডএজি অফিসের অডিট সফটওয়্যারের সাথে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীকে দ্রুত এলাইন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটি দ্রুত বাস্তবায়ন হলে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে, অডিট আপত্তির জন্য দায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অডিট আপত্তি ধীরে ধীরে কমে আসবে। সভাপতি সিএন্ডএজি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সফটওয়্যারের সাথে এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীকে এলাইনড করার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, আগামী সমন্বয় সভায় দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনের তথ্য এবং এ সভা আয়োজনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপনের জন্যও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে (বিশেষ করে দ্বিপক্ষীয় সভা) এবং অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা ও আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। (গ) সিএন্ডএজি অফিসের অডিট সফটওয়্যারের সাথে দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীকে দ্রুত এলাইনড করার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৯	(ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে সর্বশেষ তথ্য ইনপুটের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর মামলার তথ্যাদি মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে ইনপুটের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি মেইনটেন্যান্স এর জন্য সংশ্লিষ্ট ভেন্ডরের সাথে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। তাই সফটওয়্যারটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে মেইনটেন্যান্স এর জন্য ভেন্ডরের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা জরুরী। উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। সফটওয়্যারটি মেইনটেন্যান্স এর জন্য দ্রুত ভেন্ডরের সাথে চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি কার্যক্রমটি দ্রুত সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট হতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে অনেক জেলা হতে অভিযানের শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এবং ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন ২০১৮ অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও গাজীপুর কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসে যথাক্রমে ৯,০০০/-, ১০,০০০/- ও ১৭,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯ টি জেলা হতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। (গ) সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, পেট্রোবাংলার অর্গানোগ্রামে নির্বাহী ম্যাজেস্ট্রেটের পদ না থাকলে বেতন-ভাতাদি দেয়া সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সংযুক্ত করা হলে তার অফিস পেট্রোবাংলা অথবা তিতাস গ্যাসে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এপিডি উইংয়ের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য যুগ্মসচিব (অপারেশন-১)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের তথ্যাদি গরমিল পাওয়া যায়। সভাপতি আগামী সভায় পেট্রোবাংলার তথ্যসহ সকল তথ্যাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক মেইনটেন্যান্স এর জন্য ভেন্ডরের সাথে দ্রুত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং সফটওয়্যারে মামলার তথ্য ইনপুট কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সংযুক্তিতে নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) তদারকি করবেন। (ঘ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ক্রমবর্ধিত সংখ্যাসহ ই-দরপত্রের তথ্যাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪ শাখা/আইসিটি শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১০	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির যে সকল সূচকের অর্জন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, তা আগামী সভায় উপস্থাপন করা হবে। আগামী মাস হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হবে। দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক সুচিন্তিতভাবে যাতে আগামী এপিএ প্রণয়ন করা হয় সেজন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা বিপণনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, বর্তমান অগ্রগতি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে আলীহাট আয়রন ফিল্ডের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডির ড্রাফট ইন্টারিম রিপোর্ট প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। সভাপতি এ সূচকটির অর্জন যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র প্রমাণক প্রস্তুতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে এবং চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহ বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে। (খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র প্রমাণক প্রস্তুত করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ এপিএ টিম/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১১	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী ০৬-০৪-২০২৩ তারিখে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। আগামী সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে ভাল একটি অগ্রগতি উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।	বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে আগামী সমন্বয় সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপারেশন-৩ শাখা ও পেট্রোবাংলা

৩.১২	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) ফেব্রুয়ারি/২০২৩ মাসের অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করেন। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি/২৩ মাসে মোট ১৭৬০টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ৫,৪৫৮টি, বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ২১,৭১৩টি, অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৩৯.৫ কি.মি. ও অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬টি। সভায় টিজিটিডিসিএল ও বিজিডিসিএল এর অবৈধ গ্যাস প্রদানের কাজে জড়িত কর্মচারীদের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। আগামী সভা হতে মাস ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ফেব্রুয়ারি/২৩ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। পিডিবি কর্তৃক বকেয়া পরিশোধ না করায় বকেয়া আদায় তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে মর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি সেকশন বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রস্তাব পেট্রোবাংলা হতে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি দ্রুত প্রস্তাবটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট ছকে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং নির্ধারিত ছকে বকেয়া আদায়ের তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি বিধি উক্ত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত পেট্রোবাংলা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (ঙ) বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/
৩.১৩	বিবিধ আলোচনা: (ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আরপিজিসিএল জানান যে, দেশব্যাপী স্থাপিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের GPS লোকেশন ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়নের কাজ অগ্রসরমান। সর্বশেষ গত ৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে উক্ত GPS এর উপর একটি Demonstrative Presentation সম্পন্ন হয়েছে।	(ক) আরপিজিসিএল এর আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের বাস্তব অগ্রগতি আগামী	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ ও

	বর্তমানে কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই প্রতিবেদনটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, বিপিসি সমগ্র দেশের পেট্রোল পাম্প GPS লোকেশন ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আরপিজিসিএলকে বিপিসি'র অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে। (খ) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, বুয়েটের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করার জন্য একটি খসড়া এমওইউ প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। খসড়া এমওইউটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে বুয়েটে প্রেরণ করা হয়। বুয়েটের সিন্ডিকেট সভায় খসড়া এমইউটি অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে গত ২৭-০৩-২০২৩ তারিখে এমওইউটি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সভাপতি এ কার্যক্রমের জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি স্বাক্ষরিত এমওইউ এর আলোকে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে আগামী ০৯-০৪-২০২৩ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, বিইআরসি'র আইন অনুযায়ী বিধিমালাটি বিইআরসি ও মন্ত্রণালয় দুই প্রতিষ্ঠানই প্রণয়ন করতে পারে। সেহেতু বিইআরসি হতে বিধিমালার বিষয়ে একটি অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি বিধিমালার বিষয়ে বিইআরসি হতে অনাপত্তি গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে উৎপাদিত অফস্পেক পেট্রোলের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে গঠিত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে মূল্য নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের অফস্পেক পণ্য পরিবেশসম্মত হবে না। ফলে অফস্পেক পণ্য যদি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-কে দেয়া যায়, তাহলে তাদের রিফাইনারীর মাধ্যমে অফস্পেক পণ্যসমূহ একটি স্ট্যান্ডার্ড এ নিয়ে যেতে পারবে। তাই বিষয়টি সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। সভাপতি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত একটি জুম মিটিং আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি মিটিং প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভা স্বশরীরে আয়োজনের ফলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ ফিল্ডে অবস্থান করতে পারেন না মর্মে তথ্য এসেছে। তাই বেশিরভাগ সভা জুমে আয়োজনের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঙ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ফেব্রুয়ারি/২৩ মাসের শূন্য পদে নিয়োগের তথ্য উপস্থাপন করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির বিষয়ে গত ৩ মাসে পেট্রোবাংলা প্রচুর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ফলে কোম্পানীসমূহে প্রচুর পদোন্নতি সম্পন্ন হয়েছে, যার সকল তথ্য ছকে আসেনি। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কোম্পানীসমূহের কর্মকর্তা নিয়োগ পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদনের জন্য সকল কোম্পানীর বোর্ডের এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করা	সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বুয়েটের সাথে স্বাক্ষরিত এমওইউ এর আলোকে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে দ্রুত বিইআরসি'র অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ০৯-০৪-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্টটি চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দ্রুত একটি জুম মিটিং আয়োজন করতে হবে। (ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের কর্ম এলাকায় অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য এ বিভাগের সভাসমূহ যথাসম্ভব জুমে আয়োজন করতে হবে। (চ) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শূন্য পদে নিয়োগের অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত এক মাসে কতজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য উল্লেখ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	হয়েছে। দ্রুত সম্মতি পেলে পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, পেট্রোবাংলার উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। কয়েকটি কোম্পানীর বোর্ডে ইতোমধ্যে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সভায় অবহিত করেন। সভাপতি পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, এসিআর অনুশাসনমালা অনুসরণ না করেই অনেক কর্মকর্তার এসিআরে বিরুপ মন্তব্য করা হয়, যার ফলে তারা পদোন্নতির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সভাপতি এসিআর অনুশাসনমালার বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীতে প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (চ) উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় জানান যে, এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে কী কী আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিভাগের যে সকল আইনের ইংরেজি ভার্সন নেই সেগুলো ইংরেজি ভার্সনে প্রণয়নের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী ও শাখা/অধিশাখা হতে তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি তথ্যসমূহ উপস্থাপন করেন। সভাপতি আগামী সভায় একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (ছ) সভায় বিইআরসি'র কোন প্রতিনিধি এবং বিপিসি'র পরিচালকগণ উপস্থিত না থাকায় তাদেরকে আগামী সমন্বয় সভা হতে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য পত্র দেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ছ) এসিআর অনুশাসনমালার বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। (জ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে কী কী আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং যে সকল আইনের ইংরেজি ভার্সন নেই সেগুলো দ্রুত ইংরেজি ভার্সনে প্রণয়নের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ তালিকা আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঝ) আগামী সমন্বয় সভা হতে বিইআরসি'র প্রতিনিধি ও বিপিসি'র পরিচালকগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য পত্র দিতে হবে।	

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.১৫৩

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৯
০৯ এপ্রিল ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

৫) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৬) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৯) যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১২) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসহ

১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব